ইবির প্রকৌশলীকে অবরুদ্ধ, অফিস ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৯ নভেম্বর ২০২২ ০৬:৫২ পিএম | আপডেট: ১৯ নভেম্বর ২০২২ ০৬:৫২ পিএম

8
Shares

ছবি: আমাদের সময়

advertisement

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাবেক প্রধান প্রকৌশলী) আলিমুজ্জামান টুটুলের সঙ্গে এক ছাত্রীর আপত্তিকর ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনায় প্রকৌশল অফিস ভাঙচুর ও তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়াও অভিযুক্ত প্রকৌশলীর বিচার দাবিতে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তারা।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুলের সঙ্গে এক ছাত্রীর ফোনালাপ ফাঁস হয়। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিচার চেয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রকৌশল ভবনের সামনে অবস্থান নেন। পরে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে অবরুদ্ধ করে তার রুম ভাঙচুর করেন। এছাড়াও প্রকৌশলী অফিসে তালা দেন তারা। পরে একই দাবিতে শিক্ষার্থীরা ওই কর্মকর্তার বিচার চেয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন।

advertisement

স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুলের সঙ্গে ছাত্রীর অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যা বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের জন্য বিব্রতকর। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্ট হয়েছে। এর আগেও, ২০১৩ সালে কুষ্টিয়ার এক শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের গোপন ভিডিও ধারনের ঘটনায় মামলা হলে টুটুলকে গ্রেপ্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।’

advertisement 4

বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান প্রকৌশলী মুন্সী সহিদ উদ্দীন তারেক বলেন, ‘আমার অফিসের এক কর্মকর্তার অডিও ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা আমার রুমে এসে দ্রুত সময়ের মধ্যে ওই কর্মকর্তার বিচার দাবি করে। কথা বলার একপর্যায়ে তারা আমার রুমের আলমারির কাচ ভাঙচুর করে বেরিয়ে যায়। এছাড়াও অফিসের নিচে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে আমি অবরুদ্ধ হয়ে যাই।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল যে কাজটি করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অভিযুক্ত প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, ‘আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। একজন ঠিকাদার ও কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার রোষানলের শিকার হয়েছি আমি। কিছুদিন আগে ১ লাখ টাকার বিল এক কোটি টাকা বানিয়ে পাস করার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। আমি সই না করায় আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তারা। যে অডিও ক্লিপ ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছে তাতে আমি কোনো অশালীন কথা বলিনি। মেয়েটিকে আমি বোন বলে সম্বোধন করেছি।’